গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ।
(রাজস্ব শাখা)

টাংগুয়ার হাওড়ের মাছ বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং- ৪৬২১ তারিখ: ১৫/১১/২০১২

সুইস এজেন্সী ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোপারেশন (এসডিসি) এর অর্থায়নে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে আইইউসিএন বাংলাদেশ এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত **"টাঙ্গুয়ার হাওড় সমাজ ভিত্তিক টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- ৩য় পর্যায়"** এর আওতায় আগামী ১ জানুয়ারী থেকে ১৩ এপিল ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিতব্য বাণিজ্যিক মৎস্য সম্পদ আহরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিদিন টাঙ্গুয়ার হাওর থেকে আহরিত মাছ বিক্রয় করা হবে। উক্ত মাছ ক্রয় করতে আগ্রহী টাংগুয়ার হাওড় সংগঠনের সদস্য/ প্রকৃত মৎস্য ব্যবসায়ী / আড়তদার / মাছ রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান এর কাছ থেকে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এবং নির্ধারিত ফরমে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

দরপত্র ফরম প্রাপ্তির স্থান ও তারিখ:

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এর রাজস্ব শাখা, / প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা আইইউসিএন এর ১৬২, সুরমা আবাসিক এলাকা, ষোলঘর, সুনামগঞ্জ এ অবস্থিত কার্যালয় বা ওয়েব সাইট www.iucn.org/bangladesh বা www.dcsunamganj.gov.bd বা সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিএনআরএস এর তাহিরপুর প্রকল্প কার্যালয় এবং ইরা'র মহেশখলা প্রকল্প কার্যালয় থেকে আগামী ২৬/১১/২০১২ হতে ০৯/১২/২০১২ খি: তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে দরপত্র ফরম বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে।

দরপত্র জমা দেয়ার স্থান, তারিখ ও সময়:

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এর রাজস্ব শাখায় রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ দুপুর ১:০০ ঘটিকার মধ্যে দরপত্র জমা দেয়া যাবে।

দরপত্র খোলার স্থান, তারিখ ও সময়:

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এ ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ দুপুর ২:০০ ঘটিকায় দরপত্র প্রদানকারীদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ থাকেন) দরপত্র খোলা হবে।

শর্তাবলী:

১. দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সকল দরপত্রদাতাকে হালনাগাদ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
২. টাংগুয়ার হাওড় সংগঠনের সদস্য এমন মৎস্য ব্যবসায়ীবৃন্দ যৌথভাবে দরপত্র জমা দিতে পারবেন এবং তাঁদের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক নয়।
৩. নির্ধারিত ছক / সিডিউল অনুযায়ী সকলকে দরপত্র দাখিল করতে হবে।
৪. দরপত্রদাতার এই দরপত্র মাছ ধরার পুরো মৌসুম এর জন্য প্রযোজ্য হবে।
৫. কার্যাদেশ প্রাপ্ত দরপত্রদাতা প্রতিদিনে ধৃত সকল মাছ ক্রয় করতে বাধ্য থাকবেন।
৬. নির্বিঘ্নে মাছ পরিবহনের জন্য দরপত্রদাতকে ছাড়পত্র প্রদান করা হবে।
৭. মাছ বুঝে নেয়ার জন্য প্রতিদিন বেলা ২:০০ ঘটিকার মধ্যে নির্দিষ্ট অবতরণ কেন্দ্রে দরপত্রদাতা অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে ওজন প্রক্রিয়া পরখ করে নেবেন। মাছ বুঝে নেয়ার পর কোন রকম ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৮. প্রতিদিন মাছ বুঝে নেয়ার পূর্বে আগের দিন গৃহীত মাছের সমুদয় মূল্য নগদে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তার কাছে উক্ত স্থানেই পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় তাঁকে ঐ দিনের মাছ প্রদান করা হবে না।
৯. মাছ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহণের যাবতীয় ব্যবস্থা নির্বাচিত দরপত্রদাতাকে নিজ দায়িত্বে সম্পাদন করতে হবে।
১০. দরপত্রদাতা একটি সিডিউল এর মাধ্যমে একাধিক / সমুদয় গ্রেডভিত্তিক মাছ ক্রয়ের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারবেন।
১১. গ্রেডভিত্তিক প্রতিটি মাছের জন্য আলাদা আলাদাভাবে সর্বোচ্চ দরপত্রদাতা নির্বাচন করা হবে।
১২. একাধিক দরপত্রদাতা একই গ্রেডভিত্তিক মাছ ক্রয়ের লক্ষ্যে সমপরিমাণ দর উলেখ করলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংগঠনের সদস্য অগ্রাধিকার পাবেন।
১৩. দরপত্রদাতাকে দরপত্রের সাথে ১০,০০০/=(দশহাজার) টাকা ব্যাংক ড্রাফট/ পে অর্ডারের মাধ্যমে জামানত (ফেরতযোগ্য) হিসেবে দাখিল করতে হবে।

১৪. নির্বাচিত দরপত্রদাতাকে নুন্যতম ৩(তিন) লক্ষ টাকা জামানত হিসাবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/ পে অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহবানকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রাখতে হবে। অন্যথায় তাঁকে কার্যাদেশ প্রদান করা হবে না এবং তাঁর দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে। দরপত্রদাতা জামানতের এই টাকা মৎস্য আহরণ কার্যক্রম শেষে মাছ ক্রয়ের যাবতীয় টাকা পরিশোধের পর ফেরত পাবেন।

১৫. দরপত্রদাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাছের মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত জামানতের টাকা হতে মাছের মূল্য কর্তন করে নেয়া হবে। অপরিশোধিত মূল্য জামানতের অর্থ অপেক্ষা বেশি হলে দেশের প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে তাঁর নিকট থেকে পাওনা আদায় করা হবে।

১৬. উপরোক্ত শর্তাবলীর যে কোনটি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৭. বিজ্ঞপ্তিতে উলেখ নেই এমন কোন বিষয়ে কোন রকম সমস্যা দেখা দিলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

১৮. কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যাবতীয়/যে কোন দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৫.১১.১২

(মোঃ কামরুল আলম)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
সুনামগঞ্জ
ও
সভাপতি
টাংগুয়ার হাওড় মাছ ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র কমিটি

টাংগুয়ার হাওড়ের মাছ ক্রয়ের দরপত্রের ছক

ক্রমিক	মাছের নাম	সাইজ	দর (টাকা / প্রতি কেজি)
১.	রুই ও কাতলা	০- ২.০ কেজি	
২.	রুই ও কাতলা	২.১- ৫.০ কেজি	
৩.	রুই ও কাতলা	৫.০ কেজির উপরে	
৪.	যে কোন মাছ	ঘাই খাওয়া	
৫.	গনিয়া	০ - ১.০ কেজি	
৬.	গনিয়া	১.০ কেজির উপরে	
৭.	মৃগেল	০ - ১.০ কেজি	
৮.	মৃগেল	১.০ কেজির উপরে	
৯.	কালিবাউশ	০ - ১.০ কেজি	
১০.	কালিবাউশ	১.০ কেজির উপরে	
১১.	গজার	০- ২.০ কেজি	
১২.	গজার	০.২ কেজির উপরে	
১৩.	শোল	০ - ২.০ কেজি	
১৪.	শোল	০.২ কেজির উপরে	
১৫.	বোয়াল	০ - ২.০ কেজি	
১৬.	বোয়াল	২.১ - ৫.০ কেজি	
১৭.	বোয়াল	৫.০ কেজির উপরে	
১৮.	আইড়	০ - ১.৫কেজি	
১৯.	আইড়	১.৫ কেজির উপরে	
২০.	কার্ফু	০ - ২.০ কেজি	
২১.	কার্ফু	২.১ - ৫.০ কেজি	
২২.	কার্ফু	৫.০ কেজির উপরে	
২৩.	লাচু	সকল সাইজ	
২৪.	পাবদা	সকল সাইজ	
২৫.	মেনি	সকল সাইজ	
২৬.	ফলি / ফলই	সকল সাইজ	
২৭.	শিং, মাগুর, কই	সকল সাইজ	
২৮.	বাইম	সকল সাইজ	
২৯.	পুটি ও অন্যান্য ছোট মাছ	সকল সাইজ	

- **অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সুনামগঞ্জ বরাবর দাখিলকৃত সংযুক্ত ব্যাংক ড্রাফট/ পে অর্ডারের বিবরণ:**

ব্যাংকের নাম: শাখা:

ব্যাংক ড্রাফট/ পে অর্ডারের তারিখ: টাকার পরিমাণ:

- **দরপত্র দাতার স্বাক্ষর ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা:**

দরপত্র দাতার স্বাক্ষর : নাম : পিতার নাম:

গ্রাম: ডাকঘর:

উপজেলা: জেলা:

মোবাইল / ফোন নং :

স্বাক্ষরিত/=
(মোঃ কামরুল আলম)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) , সুনামগঞ্জ ও
সভাপতি
টাংগুয়ার হাওড়ের মাছ বিক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র কমিটি,২০১২